মার্কিন প্রতিনিধিরা পৌঁছার আগেই পাকিস্তান ত্যাগ করলো ইরানের প্রতিনিধি দল

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল পৌঁছানোর আগেই ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদ সফর শেষ করে পাকিস্তান ত্যাগ করেছে। শনিবার দিনভর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, সেনাপ্রধান ও ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনিরসহ উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের পর পাকিস্তান ত্যাগ করেন তারা।

এর কিছুক্ষণ আগে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স ইসলামাবাদে একটি মোটর শোভাযাত্রার ছবি প্রকাশ করে জানায়, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি পাকিস্তানের রাজধানী ছেড়ে যাচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে বলে জানান।

এক্সে শেহবাজ শরিফ লিখেছেন, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত উষ্ণ ও আন্তরিক মতবিনিময় হয়েছে। আমরা পাকিস্তান-ইরান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করাসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

এর আগে, পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং আব্বাস আরাঘচির মধ্যকার এই বৈঠক প্রায় দুই ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চল এবং এর বাইরের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য সংলাপ ও কূটনীতির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।

এদিকে, হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট শুক্রবার বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল শনিবার পাকিস্তানে পৌঁছাবে। প্রতিনিধিদলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকভ ও ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার থাকবেন।

তেহরান বলেছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ত্রিদেশীয় আঞ্চলিক সফরের অংশ হিসেবে ইসলামাবাদ সফর করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার সরাসরি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা নেই।

আরব সাগর থেকে ইরানের জাহাজ ফেরত পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

আরব সাগরে ইরানের 'শ্যাডো ফ্লিট' বা ছায়া বহরের একটি বাণিজ্যিক জাহাজকে গতিরোধ করে পুনরায় ইরানের দিকে ফেরত পাঠিয়েছে মার্কিন নৌবাহিনী। রোববার (২৬ এপ্রিল) মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সেন্টকম জানিয়েছে, মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা 'এমভি সেভান' নামক জাহাজটিকে আরব সাগরে আটকে দেওয়া হয়। গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার 'ইউএসএস পিঙ্কনি' থেকে উড্ডয়ন করা একটি মার্কিন নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার জাহাজটিকে গতিরোধ করে।

বর্তমানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর নির্দেশনা অনুযায়ী জাহাজটি পুনরায় ইরানের দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং মার্কিন প্রহরায় সেটিকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'এমভি সেভান' নামের এই জাহাজটিসহ মোট ১৯টি জাহাজের ওপর আগে থেকেই মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ছিল। শতকোটি ডলারের ইরানি তেল ও গ্যাস আন্তর্জাতিক বাজারে পাচারের অভিযোগে এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে আরব সাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর এই হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্প-মেলানিয়াসহ অতিথিরা কে কী করছিলেন

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের হোয়াইট হাউস সংবাদদাতাদের জন্য আয়োজন হয়েছিল বার্ষিক নৈশভোজ। গতকাল শনিবার রাতে আয়োজিত ওই নৈশভোজে অংশ নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। সেখানেই গুলির ঘটনা ঘটে।

নৈশভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা অতিথিরা গুলির শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন। ট্রাম্প এবং মেলানিয়াকে দ্রুত নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেন, এক ব্যক্তি একটি শটগান থেকে সিক্রেট সার্ভিসের এক সদস্যের দিকে গুলি ছোড়েন। সিক্রেট সার্ভিসের ওই সদস্য সুরক্ষা পোশাক পরা ছিলেন। গুলিটি সুরক্ষা পোশাকে আঘাত করায় তাঁর ক্ষতি হয়নি।

নৈশভোজে উপস্থিত থাকা অতিথিরা গুলির শব্দ শোনামাত্রই কথা বলা থামিয়ে দেন। মুহূর্তেই চারদিকে চিৎকার শুরু হয়'নিচে বসে পড়ুন, নিচে বসুন!' শত শত অতিথি আতঙ্কে টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন। আর সুরক্ষা পোশাক পরা সিক্রেট সার্ভিস কর্মকর্তারা দৌড়ে ডাইনিং হলে ঢুকে পড়েন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প মঞ্চের পেছনে নিচু হয়ে বসেন। এরপর সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।

ওই নৈশভোজে প্রায় ২ হাজার ৬০০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনেকেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেন। আর ওয়েটাররা আতঙ্কে ডাইনিং হলের সামনের দিকে ছুটে যান।

ঘটনাস্থলে থাকা নিজস্ব সংবাদদাতার বরাতে বিবিসিও বলেছে, নৈশভোজে উপস্থিত অতিথিরা গুলির শব্দ শুনে টেবিলের নিচে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ট্রাম্পকে দ্রুত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও তাদের নিরাপত্তা দল সরিয়ে নিয়ে যায়। বিবিসির ওই সংবাদদাতা বলেছেন, তাঁর যতটুকু মনে পড়ে এটি এ ধরনের নৈশভোজের অনুষ্ঠানে প্রথম এমন নিরাপত্তা ভঙ্গের ঘটনা। আর দায়িত্বরত প্রেসিডেন্ট হিসেবে এটি ছিল ওই অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের প্রথম উপস্থিতি। এ ঘটনায় ট্রাম্পুমেলানিয়াসহ ফেডারেল কর্মকর্তাদের সবাই নিরাপদে আছেন। ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে সরে যাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প এমনটা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এ ঘটনায় এক বন্দুকধারীকে আটক করা হয়েছে। সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র অ্যান্টনি গুগলিয়েলমি বলেন, অনুষ্ঠানের প্রবেশপথে মূল তল্লাশি এলাকার কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। সিক্রেট সার্ভিস ঘটনাটি তদন্ত করছে।

আর্জেন্টিনার সাবেক প্রেসিডেন্টের সম্পদ বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

আর্জেন্টিনার সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা ফের্নান্দেজ দে কির্চনারের সম্পদ বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির আপিল আদালত। গতকাল আদালত এই আদেশ দিয়েছেন বলে এক প্রতিবেদেন জানিয়েছে আর্জেন্টাইন দৈনিক লা নাকিওন। ক্রিস্টিনা কির্চনার ২০০৭ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরে উত্তরসূরী প্রেসিডন্ট আলবের্তো ফের্নান্দেজের নেতৃত্বাধীন সরকারে ২০১৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে থাকার সময়েই তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে কয়েকটি মামলা হয়। প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় এসব দুর্নীতি করেছিলেন তিনি। নিম্ন আদালতে অভিযোগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ ছাড়তে হয় ক্রিস্টিনাকে। ২০২২ সালে এক রায়ে নিম্ন আদালত তাকে ৬ বছর কারাবাসের সাজা এবং তার সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেন। নিম্ন আদালতের এই রায় দেওয়ার পর তা বাতিল চেয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করেন ক্রিস্টিনার আইনজীবীরা। গতকাল সেই আবেদনের রায়ে নিম্ন আদালতের আদেশই বহাল রাখলেন আপিল আদালত।

৩০ শিশুকে বাঁচাতে সাপের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিলো কুকুর

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

ভারতের ওড়িশা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ জেলায় শিশুদের প্রাণ বাঁচাতে বিষধর সাপের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ হারিয়েছে একটি নেড়ি কুকুর। সম্প্রতি ধীরাকুলা গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এই ঘটনা ঘটে। অসীম সাহসিকতার জন্য স্থানীয়রা এখন কুকুরটিকে 'বীর' হিসেবে অভিহিত করছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ঘটনাটি গত সোমবারের, এদিন সকালের দিকে শ্রী জগন্নাথ শিশু বিদ্যা মন্দিরের সামনে প্রায় ৩০ জন শিশু বসে ছিল। এমন সময় একটি বিষধর সাপ শিশুদের দিকে ধেয়ে আসে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেখানে থাকা একটি নেড়ি কুকুর সাপটির পথ আগলে দাঁড়ায়। শিশুদের রক্ষায় নিজেকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কুকুরটি সাপের সঙ্গে লড়াই শুরু করে।

গ্রামবাসীরা জানান, দীর্ঘ লড়াইয়ের একপর্যায়ে সাপটিকে মেরে ফেলতে সক্ষম হলেও কুকুরটি মারাত্মকভাবে জখম হয়। লড়াই চলাকালীন সাপটি কুকুরটির মুখে বারবার দংশন করে। বিষক্রিয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই কুকুরটির মৃত্যু হয়। তবে অলৌকিকভাবে অক্ষত থাকে উপস্থিত ৩০ জন শিশুর সবাই।

স্থানীয়রা ভালোবেসে কুকুরটির নাম দিয়েছেন 'কালি'। গ্রামবাসীর মতে, কুকুরটির তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের কারণেই এক বড় ধরনের ট্র্যাজেডি থেকে রক্ষা পেয়েছে কোমলমতি শিশুরা। পশুর এমন নিঃস্বার্থ ও সুরক্ষামূলক আচরণ এখন পুরো এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

আর আগ্রাসন চললে প্রত্যাশার বাইরে জবাব দেয়া হবে : আইআইজিসি

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল যদি আর কোনো ধরনের আগ্রাসন চালায় তাহলে প্রত্যাশার বাইরে জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কোর (আইআরজিসি)। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ রোববার (২৬ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে আইআরজিসি বলেছে, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিশালী এবং বুদ্ধিদীপ্ত নীরবতা কোনোভাবেই দুর্বলতার লক্ষণ নয়। বিবৃতিতে আইআরজিসি আরও বলেছে, এই ধৈর্য যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। যুদ্ধবাজ এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী শত্রু (যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল) যদি কোনো ভুল হিসাব করে নতুন করে কোনো আগ্রাসী পদক্ষেপ নেয়, তাহলে সেটিই তাদের বিরুদ্ধে 'নরকসম ঝড়ের' সূচনা হতে পারে।

এদিকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আলোচনা করতে যাওয়ার পর আকস্মিক তেহরানে ফিরে যান ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। দেশে ফোরার এক দিন পর আবারও রোববার রাতে ইসলামাবাদ পৌঁছানোর কথা রয়েছে আরাঘচির। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সরাসরি আলোচনা আপাতত স্থগিতই থাকছে।

কলম্বিয়ার মহাসড়কে বিস্ফোরণে নিহত ১৪, 'সন্ত্রাসী হামলা' বলছে সরকার

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

কলম্বিয়ার দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের একটি সংঘাতময় কাউকা অঞ্চলে মহাসড়কে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৩৮ জন। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবারের এ বিস্ফোরণ ওই অঞ্চলটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে সর্বশেষ সহিংস ঘটনার নজির। আগামী মাসে কলম্বিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা। কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, কোকো উৎপাদনের জন্য পরিচিত ওই অঞ্চলটিতে এফএআরসি (ফার্ক) গেরিলা দল হামলা চালিয়েছে। এই গেরিলারা কলম্বিয়াজুড়ে সহিংসতা ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট দিয়ে বলেন, 'যারা এই হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা সন্ত্রাসী, ফ্যাসিস্ট ও মাদক পাচারকারী। আমি চাই, আমাদের সেরা সেনারা তাদের মোকাবিলা করবে।' কাউকা অঞ্চলের গভর্নর অক্টাভিও গুজম্যান শনিবার রাতে এক্স পোস্ট বলেন, 'আমরা ১৪ জন নিহত হওয়ার খবর পেয়েছি। আরও ৩৮ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে পাঁচটি শিশুও রয়েছে।'

উদ্ধারকারী ব্যক্তিরা নিখোঁজ থাকা কয়েকজনকে খুঁজে বরে করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশের একটি সূত্র।

জানা গেছে, প্যান-আমেরিকান মহাসড়কে বিস্ফোরণে কয়েকটি গাড়ি একেবারে দুমড়েমুচড়ে গেছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বেশ কয়েকটি গাড়ি উল্টে গেছে। সড়কে বিরাট গর্ত তৈরি হয়েছে।

এটাকে বেসামরিক মানুষের ওপর একটি 'সন্ত্রাসী হামলা' বলে একটি সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেছেন কলম্বিয়ার সামরিক বাহিনীর প্রধান হুগো লোপেজ।

মার্কিন প্রতিনিধি দলের পাকিস্তান সফর বাতিল করলেন ট্রাম্প

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অংশ নেওয়ার অপেক্ষায় থাকা মার্কিন প্রতিনিধি দলের পাকিস্তান সফর বাতিল করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ স্যোশালে দেওয়া এক পোস্টে প্রতিনিধি দলের ইসলামাবাদ সফর বাতিলের তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি।

ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, ??''আমি এইমাত্র পাকিস্তানে ইরানিদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া আমার প্রতিনিধিদের সফর বাতিল করেছি।'

সফর বাতিলের কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ভ্রমণে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে, প্রচুর কাজ পড়ে আছে! এছাড়াও তাদের (ইরানের) 'নেতৃত্বের' মধ্যে চরম অন্তর্কোন্দল এবং বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। এমনকি তারা নিজেরাও জানেন না, এখন তাদের দায়িত্বে কে আছেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, আমাদের হাতে সব সুযোগ রয়েছে, তাদের হাতে কিছুই নেই! তারা যদি কথা বলতে চায়, তাহলে তাদের কেবল একটি টেলিফোন কল করলেই হবে।

"কিছু না বলে বসে থাকার জন্য ১৮ ঘণ্টার ফ্লাইট আর নয়।" ফক্স নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদ ত্যাগ করায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার বিশেষ প্রতিনিধি স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারের পাকিস্তান সফর বাতিল করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "সব কার্ড এখন আমাদের হাতে। তারা চাইলে যেকোনও সময় আমাদের কল করতে পারে। কিন্তু কোনও ফলপ্রসূ আলোচনা ছাড়াই ১৮ ঘণ্টার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বসে থাকার জন্য আর কোনও ফ্লাইট হবে না।"

*** পাকিস্তান ত্যাগ করল ইরানের প্রতিনিধি দল**

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদ সফর শেষ করে পাকিস্তান ত্যাগ করেছে। শনিবার দিনভর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, সেনাপ্রধান ও ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনিরসহ উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের পর পাকিস্তান ত্যাগ করেন তারা। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে বলে জানান। এক্সে শেহবাজ শরিফ লিখেছেন, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত উষ্ণ ও আন্তরিক মতবিনিময় হয়েছে। আমরা পাকিস্তান-ইরান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করাসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

আবারও পাকিস্তানে আসছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

পাকিস্তান ছাড়ার প্রায় দুইদিন পর আবারও দেশটিতে আসছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। ইরানি বার্তাসংস্থা মেহের নিউজ রোববার (২৬ এপ্রিল) জানিয়েছে, ওমান সফর শেষ করে আরাগচি আরেকবার পাকিস্তান যাবেন। সেখান থেকে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি।

গত শুক্রবার রাতে একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এসে পৌঁছান তিনি। এরপর শনিবার নিজের দলবল নিয়ে চলে যান। তিনি ইসলামাবাদে আসার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ফের আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু আলোচনায় কোনো ব্রেকথ্রু না আসায় ওমানে চলে যান আরাগচি। এরআগে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, আরাগচি আজ রোববার সন্ধ্যার দিকে ইসলামাবাদে এসে পৌঁছাতে পারেন। তিনি পাকিস্তানিদের সঙ্গে আরও আলোচনা করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার সরাসরি বৈঠকের কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই বলে উল্লেখ করেছে আলজাজিরা। কারণ ইরানিরা মনে করে মার্কিনিদের দাবিদাওয়া মাত্রাতিরিক্ত। অপরদিকে ইরানিরা যেসব দাবি করেছে সেগুলো অগ্রহণযোগ্য বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে দুই দেশের মধ্যে আলোচনায় কোনো ব্রেকথ্রু না আসলেও পাকিস্তান মধ্যস্থতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে কূটনীতির দরজা এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। গত শুক্রবার রাতে আরাগচির সঙ্গে প্রতিনিধি দলের অন্যান্য যেসব সদস্য এসেছিলেন তারা আবারও ইরানে ফিরে গেছেন।

নবদম্পতিদের দেখতে ২০ হাজার মানুষের ভিড়

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ধুমধাম করে বিয়ে ৩০০ যুগলের

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। এরমধ্যেই সামান্য খুশির উপলক্ষ্য নিয়ে এসেছে ৩০০ যুগলের গণ বিয়ে। গত শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) মধ্য গাজায় এ বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। এতে সহায়তা করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। সংবাদমাধ্যম গাল নিউজ জানিয়েছে, বিয়ের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন নবদম্পতিদের পরিবারের সদস্যরা, স্থানীয় নেতা এবং প্রতিনিধিরা। সঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মী ও সাধারণ জনতা। সবমিলিয়ে প্রায় ২০ হাজার মানুষ তাদের বিয়ে প্রত্যক্ষ করতে জড়ো হয়েছিলেন। গণ বিয়ের কর্মসূচির আয়োজন করা হয় আমিরাতের 'গালান্ত নাইট ৩' পোগ্রামের আওতায়। মূলত যারা অর্থাভাবে বিয়ে করতে পারছিলেন না, তাদেরই বিয়ের ব্যবস্থা করা হয় এই বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে। গালফ নিউজ আরও জানিয়েছে, এই গণ বিয়ের জন্য কয়েক হাজার বাসিন্দা আবেদন করেছিলেন। তাদের থেকে বাঁছাই করে ৩০০ যুগলকে নির্বাচন করা হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, অবিবাহিত এবং যারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তাদের প্রাধান্য দিয়ে গণ বিয়ের মাধ্যমে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বিয়ের পাশাপাশি তাদের আরও সহায়তা করা হয়। দেওয়া হয় বিভিন্ন উপহার। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আয়োজনটি শুরু হয়। এরপর একে একে পড়ানো হয় বিয়ে। এতে ফিলিস্তিনি সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আমিরাত ও ফিলিস্তিনের জাতীয় সংগীতও বাজানো হয়।

ঘরে ১০টির বদলে দুটি বাতি জ্বালানোর অনুরাধ

সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের আহ্বান ইরানের প্রেসিডেন্টের

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের কারণে সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। গতকাল শনিবার (২৫ এপ্রিল) তিনি বলেন, এ মুহূর্তে তাদের বিদ্যুতের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অবরোধের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও দখলদার ইসরায়েল সাধারণ মানুষের মধ্যে 'অস্বস্তি' সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সরকারি টিভিতে প্রচারিত এক বক্তব্যে তাকে বলতে শোনা গেছে, "আমি আমাদের প্রিয় জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি, একটি সাধারণ অনুরোধ, এ মুহূর্তে বিদ্যুৎ কম ব্যবহার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় করুন।" "আপাতত আপনাদের কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে বলছি না আমরা। কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ খরচের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বাড়িতে ১০টি বাতির বদলে দুটি বাতি জ্বালালে, এতে কি সমস্যা হবে?" বার্তাসংস্থা এএফপি জানিয়েছে, গত কয়েকদিন রাজধানী তেহরানে কোনো লোডশেডিংয়ের ঘটনা ঘটেনি। পেজেশকিয়ান তার বক্তব্যে আরও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা চালাতে চায়। বর্তমানে মানুষের মধ্যে যে স্বস্তি আছে সেটিকে তারা অস্বস্তিতে পরিণত করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েকদিন আগে হুমকি দেন, ইরান যদি তাদের শর্ত অনুযায়ী চুক্তি না করে তাহলে দেশটির সব বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ব্রিজ ধ্বংস করে দেওয়া হবে।